দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

দুর্গম অঞ্চলে শিশুশিক্ষা

। দেপমনি তঙ্ক্যা, আলীকদম (বান্দরবান) সংবাদদাতা,

ান্দরবানের আলীকদম উপজেলায় শিক্ষা বঞ্চিত আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলছে অস্ট্রিয়ার বেসরকারি সংস্থা সোনে ইন্টারন্যাশনাল। বর্তমানে এ উপজেলায় দুর্গম আদিবাসী পাহাড়ী পল্লীতে সোনের ১১টি অনানুষ্ঠানিক স্কুলে 'চারপ' শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনা বিকাশে বিনোদন সামগ্রী এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পেয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা।

সোনে ইন্টারন্যাশনাল সূত্র জানায়, ২০০৫ সালে সোনে ইন্টারন্যাশনাল, অস্ট্রিয়া আলীকদম উপজেলায় দুর্গম আদিবাসী পাড়ায় গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সোনে ইন্টারন্যাশনাল ১১টি অনানুষ্ঠানিক স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা বঞ্চিত চারপ' আদিবাসী শিশুকে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। স্কুল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে মেধা বিকাশে প্রতিবছর আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় সরঞ্জাম এবং প্রতিবছর মৌসুম ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। অসহায় স্কুল শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যয়ভারও বহন করে থাকে অস্ট্রিয়ার বেসরকারি সংস্থা সোনে ইন্টারন্যাশনাল।

উপজেলার ২নং চৈক্যাং ইউনিয়নের পুনর্বাসিত এলাকা সুরেশ কারবারী পাড়া। এখানে নেই কোনো নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। সরকারি পরিসেবা পৌঁছে না সহজে। নেই বিদ্যুৎ, নেই নিরাপদ পানির ব্যবস্থা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাড়া থেকে অন্তত ৪ কিলোমিটার দূরে। তাও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। বর্ষায় একটু বৃষ্টি হলে পথ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাড়া থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব খুব বেশি না হলেও শিশুদের জন্য অনেক পথ। সম্প্রতি পাচাংপদ এ আদিবাসী পাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, সোনে ইন্টারন্যাশনালের সাইনবোর্ড লাগানো সোনে সুরেশ কারবারী পাড়া স্কুল। ভিতরে শিশুদের বিদ্যাপাঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বোঝা গেল কোমলমতি শিশুরা নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যা অর্জনে সাধনায় মগ্ন।

জানতে চাইলে স্কুল শিক্ষক সুগন্ধ মনি তঙ্ক্যা বলেন, এটি সোনের স্কুল। এখানে কোনো সরকারি স্কুল নেই। স্কুলের ভিতরে গিয়ে দেখা গেল, স্কুলের শিক্ষার্থী পরেশ তঙ্ক্যা ও ডানিয়াল চাকমা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বই পড়ছে। সবেমাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তারা। তাদের সমবয়সী এখানে অনেকে এভাবে পাঠাভ্যাস করছে। এর কিছুক্ষণ পরই কথা হয় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সুরেশ কারবারীর সাথে। তিনি বলেন, এখানে আমরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমাদের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। সোনের স্কুলই এখন আমাদের সন্তানদের একমাত্র ভবিষ্যৎ। সোনে ইন্টারন্যাশনালের প্রকল্প কর্মকর্তা সঞ্জুময় চাকমা বলেন, সোনের ইন্টারন্যাশনালের কম্যাসিডি-স্কুল প্রকল্পের পরিচালিত স্কুলগুলোতে প্রথম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পায় শিশুরা। পড়ার জন্য সংস্থার সাধ্যমত সহায়তা দেয়া হচ্ছে। মুঠোফোনে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাসুদেব কুমার শানা বলেন, অন্যান্য এনজিওর চেয়ে সোনে ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষা কার্যক্রম খুবই ভাল। দুর্গম এলাকায় স্কুল করায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কালাম বলেন, সোনের শিক্ষা কার্যক্রম দুর্গমে হওয়ায় পিছিয়ে পড়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। এজন্য অবশ্যই সোনে ইন্টারন্যাশনাল প্রশংসার দাবীদার।